প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা
ডিসেম্বর, ১৯৯৫

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা

পটভূমি ঃ

জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% লোক কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধী। যদি সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সংখ্যা হিসাব করা হয় তবে এই সংখ্যা ২৫%-এ উন্নিত হতে পারে। সমীক্ষায় এও জানা গেছে যে, উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত ৮০% প্রতিবন্ধী গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। অপর্যাপ্ত প্রতিরোধ ও নিরাময় ব্যবস্থার কারণে এই হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিবন্ধী মূলতঃ শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি, শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষতির কারণে হয়ে থাকে। প্রত্যেক প্রতিবন্ধীত্বকেই তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেমন–মৃদু, মাঝারী এবং চরম।

প্রতিবন্ধীত্বের কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান সকল নাগরিক অধিকার ও সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধীত্বের কারণে তাদেরকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাধা হিসাবে মনে করা হয়। প্রতিবন্ধী বিষয়ে যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধীত্বের সংজ্ঞা পথ নির্দেশক হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

প্রতিরোধ **(Prevention)** ঃ "মানসিক, শারীরিক, স্নায়ুগত প্রতিবন্ধীত্ব দূরীকরণে বা দুর্বলতা দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ অথবা শারীরিক, মানসিক কিংবা সামাজিক নেতিবাচক ঘটনা যখন পরিলক্ষিত হয় উহা দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ"।

দুর্বলতা **(Impairment)** ঃ "একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির কর্মকান্ড সম্পাদনে অসামর্থ্যতা অথবা অস্বাভাবিকতা"।

প্রতিবন্ধীত্ব **(Disability)** ঃ "(যে কোন ধননের বাধা অথবা একজন স্বাভাবিক মানুষের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য কাজ সম্পাদনে অসুবিধা"।

অক্ষমতা **(Handicap)** ঃ (কোন ব্যক্তির অসুবিধাসমূহ, যা তার প্রতিবন্ধীত্বের অথবা দুর্বলতার কারণে ঘটে, যা বয়স, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং লিঙ্গভেদে ঐ ব্যক্তির স্বাভাবিক ভূমিকার অন্তরায়"।

পুনর্বাসন **(Rehabilitation)** ঃ "লক্ষ্য ভিত্তিক ও সময়-নির্ধারিত এমন কিছু পদ্ধতি যা একজন দুর্বল ব্যক্তিকে মানসিক, শারীরিক এবং/অথবা সামাজিকভাবে স্বাভাবিক পর্যায়ে উত্তরণ ঘটায়"।

সুযোগের সমতা বিধান **(Equalization of opportunities)** ঃ "এই প্রক্রিয়ায় প্রচলিত সাধারণ সামাজিক অধিকার ও সুযোগসমূহ যেমনঃ শারীরিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশ, আবাসন এবং যানবাহন, সমাজ ও স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন, খেলাধুলা এবং বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধাসমূহ সকলের জন্য সহজলভ্য করে"।

বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, কর্মের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করছে। "অনাকাঙ্খিত চাহিদার ফলে সরকারী সাহায্যের কারণ হিসাবে অক্ষমতাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। "প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে" এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সমতা বিধান (১৯৯৩) শীর্ষক এসকাপ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার শীর্ষক জাতিসংঘের কার্যবিবরণী (১৯৭৫) "অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্র"তিবদ্ধ। প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকান্ডে জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধীবর্ষ (১৯৮১), প্রতিবন্ধী দশক (১৯৮৩-৯২) এবং প্রতিবন্ধী বর্ষ (১৯৯৩) কর্ম পরিকল্পনা নীতি নির্দেশক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতিসংঘের উদ্যোগে "২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষা" ও ২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য স্বাস্থ্য ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরদাতা দেশ।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ঃ

(ক) সূচনাঃ

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের মূল উপাদান হচ্ছে "সকলের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমসুযোগ নিশ্চিতকরণ যা বাংলাদেশের সংবিধানে এবং প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত রচিত আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণাসমূহ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে"।

বংলাদেশের সংবিধান ঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে পর্যাপ্তভাবে সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, চাকুরীর নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ নিম্নেবর্ণিত হলো ঃ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ঃ

(ক) অন্ন,বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ;

(খ) কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার ;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার ; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতা-পিতার বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরুপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপুর্ণ করার জন্য সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ পশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য ;

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দুর করার জন্য; কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

(১) কর্ম হচ্ছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"–এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না এবং যেখানে বুদ্ধি, বৃত্তিমূলক ও কায়িকসহ সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টি ধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই–

(ক) নাগরিকের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হতে,

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হতে,

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরুপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে ;

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তাবলী এবং ঘোষণাপত্রসমূহ ঃ

প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত (১৯৭৫) ঃ– প্রতিবন্ধীত্ব প্রতিরোধ পুনর্বাসন এবং প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার সম্পর্কীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

এসকাপ ঘোষণাপত্র (১৯৯৩) ঃ এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার।

(খ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ঃ

যেহেতু বাংলাদেশের সংবিধানে এবং আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র এবং সিদ্ধান্তসমূহে প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণের নীতিসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে সেহেতু বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত বিবৃতি ও ব্যবস্থাসমূহ সরকারের নীতি হিসেবে গ্রহণ করলেন ঃ-

১। প্রতিরোধ ঃ

প্রতিবন্ধীদের কারণসমূহ সারা দেশব্যাপী (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) হ্রাস করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে–

(ক) বিশেষতঃ সমাজের সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর কম সুবিধাভোগী অংশের প্রতি দৃষ্টি রেখে টিকা দান কর্মসূচী গ্রহণ।

(খ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পাঠক্রম এবং সমাজ ও পরিবার ভিত্তিক বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি শিক্ষা।

(গ) গৃহ এবং কর্মক্ষেত্রে নিবারণযোগ্য দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তথ্য প্রদান।

(ঘ) আগ্নেয়াস্ত্র ও আতশবাজী বিক্রয় ও স্থানীয়ভাবে তৈরীর উপর নিষিদ্ধকরণ।

(ঙ) নিরাপদ পানি সরবরাহ।

(চ) আয়োডিনযুক্ত লবণ সরবরাহ।

(ছ) স্বাস্থ্য সেবা ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) জন্মপূর্ব ও জন্মোত্তর সেবা প্রদান।

২। চিহ্নিতকরণ ও নিরোধ ঃ

চিহ্নিতকরণ ঃ-

সম্ভাব্য প্রতিকার এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধীত্ব চিহ্নিত করতে হবে। এজন্য করণীয় বিষয়সমূহ –

(ক) জাতীয় আদম শুমারীর সময় ধরণ, লিঙ্গ ও বয়স অনুসারে প্রতিবন্ধীদের তালিকাভুক্তকরণ;

(খ) প্রতিবন্ধীত্ব সম্পর্কিত জরীপকরণ;

(গ) ইউনিয়ন ও পৌরসভার মা-শিশু কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতালসমূহে প্রতিবন্ধীদের রেজিস্ট্রিকরণ;

(ঘ) ক–গ-তে বর্ণিত তথ্যাদি কেন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী তথ্য কেন্দ্রে প্রেরণ ও সংরক্ষণ (প্রতিবন্ধী তালিকা);

(ঙ) প্রতিবন্ধীদের লক্ষণ এবং ধরণসমূহ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ।

নিরোধ ঃ-

নিরোধ হচ্ছে পর্যাপ্ত প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ। ইহা বহুমুখী পেশাজীবীর কাজ। এ জন্য–

(ক) রিসোর্স কেন্দ্র, বিশেষ স্কুল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সুপারিশক্রমে জনস্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক বিনামূল্যে জনস্বাস্থ্য সেবা প্রদান;

(খ) স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র এবং/অথবা রিসোর্স এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোতে বিনামূল্যে নিরোধমূলক সহায়ক ব্যবস্থাকরণ;

(গ) প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য রিসোর্স কেন্দ্র, বিশেষ স্কুল এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিনামূল্যে সহায়ক ব্যবস্থাকরণ;

(ঘ) যে সমস্ত এজেন্সী, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত তাদের সুপারিশক্রমে প্রতিবন্ধীদের জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক বাংলাদেশী প্রতিবন্ধীদের সনাক্তকরণ কার্ড সরবরাহকরণ।

৩। আগাম নিরোধ ঃ

যদি প্রতিকার সম্ভব না হয়, তবে প্রতিবন্ধীত্বের প্রভাব আগাম নিরোধের মাধ্যমে হ্রাস করা সম্ভব। শৈশবকাল হতে গৃহভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ সম্ভব। এ জন্য–

(ক) প্রতিবন্ধী রেজিস্টার ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রদান করতে হবে;

(খ) বিদ্যালয় ও বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ প্রাক-বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিবাবক ও পিতা-মাতাদের মানসিক আচরণ, গৃহ কেন্দ্রীক প্রশিক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষা সুযোগ সম্পর্কীয় পরামর্শ ও উপদেশনা প্রদান করবে বয়স্ক প্রতিবন্ধী লোকদের পুনর্বাসন ও রিসোর্স কেন্দ্র থেকে পরামর্শ প্রদান করা হবে।

৪। উপকরণসমূহ ঃ

চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিবন্ধীত্ব নিরাময়ে যদি সহায়ক না হয় তবে প্রতিবন্ধীত্বের কারণ দূরীকরণে এবং অক্ষমতা হ্রাসকরণে উপযুক্ত সহায়ক উপকরণাদি সরবরাহ করা যেতে পারে। এ জন্য–

(ক) পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাগত সাহায্য/অথবা রিসোর্স কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীত্ব সনাক্তকরণের পর উপকরণাদি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যা সংশ্লিষ্টের আর্থিক সংগতির উপর ভিত্তি করে বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে দেয়া হবে। আর্থিক সহায়তা জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশক্রমে প্রদান করা হবে ;

(খ) সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সংগঠন/প্রতিষ্ঠান উপকরণাদির ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে ;

(গ) পুনর্বাসন/রিসোর্স কেন্দ্রে উপকরণাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে ;

(ঘ) স্থানীয়ভাবে নির্মিত উপকরণাদির উপর বিক্রয় কর/ভ্যাট প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশক্রমে মওকুফ করা হবে ;

(ঙ) আমদানীকৃত উপকরণসমূহের উপর থেকেও অনুরূপভাবে আমদানী কর/ভ্যাট, কাষ্টমস কর জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশক্রমে অব্যাহতি করা হবে।

৫। শিক্ষা ঃ

প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্যান্য সাধারণ শিশুর মতই শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধীত্ব নিরূপণের মাধ্যমে প্রত্যেকের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিবন্ধীর শ্রেণী, প্রতিবন্ধীত্বের কারণ, ধরণ, প্রভাব, সক্ষমতা ও পারিবারিক পরিবেশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে। এ জন্য–

(ক) প্রতিবন্ধী শিশুদের ধরণ, প্রভাব মূল শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সমন্বিতকরণ, নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে তাদের পূর্ণ সমন্বিতকরণ, অথবা নিয়মিত শ্রেণীর সংযুক্তিতে তাদের সমন্বিতকরণই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে সমন্বিত করা (উদাহরণ স্বরূপঃ এমন বিষয়ে যেখানে তারা নিয়মিত শিক্ষাদানের মাধ্যমে উপকৃত হবে)। প্রশিক্ষণ ইউনিট রিসোর্স শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত হবে।

(খ) রিসোর্স কেন্দ্র পরিচালিত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, বিশেষ শিক্ষা উপকরণাদি ও শিক্ষণ সরঞ্জামাদি মূল শিক্ষা কর্মসূচীর সমন্বিতকরণে সহায়ক হবে।

(গ) বিশেষ বিদ্যালয়গুলি বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে, (যখন সমন্বয়করণ যুক্তিসঙ্গত বা সম্ভব নয়), এতিম, গৃহহীন এবং একাধিক এবং/অথবা চরম প্রতিবন্ধী শিশুরা অগ্রাধিকার পাবে।

(ঘ) বিশেষ বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অংশ বিশেষ বিশেষ শিক্ষার ৭ বছর মেয়াদী প্রাক-বিদ্যালয় ও প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ পাঠ্যসূচী অনুসরণ করবে।

(ঙ) বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয় এবং কেন্দ্রে প্রশিক্ষণকালে নিরূপন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার কার্যক্রমে বদলী করা হবে।

(চ) বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও আবাসিক ব্যবস্থা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।

(ছ) প্রতিবন্ধীদের কারণে যদি কোন ছাত্র এক বা একাধিক বিষয়ে অধ্যয়নে অসমর্থ হয় তবে সে ক্ষেত্রে বিকল্প বিষয় বা বিষয়সমূহের ব্যবস্থা অনুমোদন করা হবে।

(জ) প্রতিবন্ধী ছাত্ররা যেখানে ভর্তি হবে, সেখানে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অধিকার/সুযোগ থাকবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রেইল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে এবং তাদের উত্তরপত্র ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। যদি ব্রেইল পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে অসমর্থ হয় তবে সহায়ক ব্যক্তির সাহায্যে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রের যদি লিখতে অসুবিধা থাকে তবে সহযোগীর ব্যবস্থা করা হবে।

৬। পুনর্বাসন ঃ

প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রদান ব্যতীতও নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত থাকবে। যেমন–চিকিৎসা সেবা, উপকরণ সরবরাহ, বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন ও উপদেশনা প্রদান। এ জন্য–

(ক) চিকিৎসাগত সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীত্ব দূর করা সম্ভব কি না অথবা প্রতিবন্ধীত্বের প্রভাব হ্রাস করা সম্ভব কিনা নিরূপণ করা হবে।

(খ) চিকিৎসা পুনর্বাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক প্রদান করা হবে।

(গ) চিকিৎসার পরও যদি প্রতিবন্ধীত্বের প্রভাব থেকে যায় তবে সম্ভাব্য উপকরণ সরবরাথের বিষয়ে নিরূপন করা হবে।

(ঘ) চিকিৎসাগত ও কৌশলগত পুনর্বাসনের পর বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন নিরূপণ বা নিশ্চিত করা হবে। এইসব পদ্ধতি মূল বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা, অন্যান্য সমন্বিত কর্মসূচী অথবা বিশেষ পুনর্বাসন/রিসোর্স কেন্দ্রের সুপারিশক্রমে করা হবে।

(ঙ) পুনর্বাসন ও রিসোর্স কেন্দ্রসমূহ সরবরাহ করবে–

- প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের জন্য বহুমুখী পেশাজীবীদের দ্বারা পুনর্বাসন পদ্ধতি নিরূপন ;
- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল বিশেষ করে প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের কলা-কৌশল সম্বলিত ম্যানুয়েল ;
- ম্যানুয়েল অনুযায়ী পুনর্বাসন ;
- বৃত্তিমূলক ও সামাজিক পুনর্বাসনের উপদেশনা ;
- চাকুরী সনাক্তকরণ ও কর্মস্থলে তার অনুসরণ ;
- সমন্বিত পুনর্বাসন কর্মসূচীর সহায়ক সেবা প্রদান ;

৭। জনবল উন্নয়ন ঃ

প্রতিবন্ধীদের অধিকারগুলোকে সন্তোষজনক করণার্থে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জনবলের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এ জন্য–

(ক) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষ শিক্ষা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত শিক্ষক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জনবলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে ;

(খ) অনুমোদিত প্রশিক্ষণ সমাপ্তির শর্তে বিশেষ শিক্ষা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য শিক্ষক ও প্রশিক্ষকগণের নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করা হবে ;

(গ) সর্বস্তরের সরকারী কর্মকর্তাগনকে প্রতিবন্ধীত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ;

(ঘ) স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজসেবা ও শিক্ষকগণকে প্রতিবন্ধীত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ;

(ঙ) প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারী সংগঠনসমূহের উন্নয়ন কর্মীদের প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৮। কর্মসংস্থান ঃ

কর্মসংস্থান, সকল প্রকার পুনর্বাসন কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য যেন প্রতিবন্ধীরা মর্যাদার সাথে অর্থবহ, ফলপ্রসু ও অবদানমূলক জীবন-যাপন করতে পারে। এ জন্য–

(ক) উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সনাক্তকরণ ও উন্মুক্ত কর্মস্থলে চাকুরী প্রদান, সকল প্রকার পুনর্বাসন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে ;

(খ) পুনর্বাসন অথবা রিসোর্স কেন্দ্র প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরামর্শ প্রদান করবে এবং প্রয়োজনে ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে ;

(গ) উন্মুক্ত কর্মসংস্থান করা সম্ভবপর না হলে প্রতিবন্ধীগণ যদি স্ব-কর্মসংস্থান উপযোগী হন তবে তাকে উৎসাহিত করা হবে। আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠা সহায়তা, উপকরণ এবং/অথবা কাঁচামালের এবং/অথবা ঋণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা দেওয়া হবে। এই ধরণের সহায়তা প্রদান জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশে চুড়ান্ত করা হবে ;

(ঘ) জটিল ধরনের প্রতিবন্ধীরা যদি উপযুক্ত কর্মসংস্থান অথবা আত্ম-কর্মসংস্থানের অনুপযোগী হয় তবে বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করা হবে ;

(ঙ) সরকার কর্তৃক চরম প্রতিবন্ধীর জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশক্রমে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হবে;

(চ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি মোতাবেক শতকরা ১০% ভাগ প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান সংরক্ষণ করা হবে। সকল শ্রেণীর প্রতিবন্ধীর জন্য কর্মসংস্থান, পদোন্নতি, চাকুরীস্থল, কি সরকারী অথবা বেসরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রদান করা হবে ;

(ছ) প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারাভিযান চালানো হবে ;

(জ) অন্যান্য বিষয়ে একজন প্রতিবন্ধী উপযুক্ত বিবেচিত হলে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীত্বের কারণে সরকারী চাকুরীতে অযোগ্য বিবেচিত করা যাবে না ও বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা যাবে না।

(ঝ) প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বয়সসীমা ৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য করা হবে।

(ঞ) চাকুরীরত অবস্থায় প্রতিবন্ধীত্ব অর্জন করলে কাউকে চাকুরীচ্যুত করা যাবে না। পক্ষান্তরে তাদের পুনর্বাসনের সুযোগ দেয়া হবে। যদি পুনর্বাসন করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দেয়া হবে।

৯। গবেষণা ঃ

প্রতিবন্ধীত্বের জন্য সকল বিধি উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হবে। এ জন্য–

(ক) প্রতিবন্ধীত্ব নিবারণ, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বিষয়ে সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রিসোর্স কেন্দ্র, পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গবেষণা করা হবে।

(খ) দলগত বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে গবেষণার জন্য বৃত্তি সংগ্রহ করা যাবে। এরূপ বৃত্তি প্রদান সিদ্ধান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশক্রমে গ্রহণ করা হবে।

১০। মুক্ত চলাচল ও যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা ঃ

জনসেবা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, অবদান এবং উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে যানবাহন, ভবনসমূহ ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধার ক্ষেত্রে সহজগম্যতা প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি শর্ত। এ জন্য–

(ক) প্রতিবন্ধীদের জন্য ভবন ও অন্যান্য গণসুবিধাদি যথা-সরকারী অফিস ভবন, রেল স্টেশন, আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন স্টেশন, বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর, জেলখানা, হাসপাতাল, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, সিনেমা হল, পাঠাগার, মিলনায়তন ও পার্ক ভোগ ও ব্যবহারের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন এবং জাতীয় বিল্ডিং কোডসহ অন্যান্য আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

(খ) যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পরিচয়পত্র প্রদান করতে সক্ষম হয় তবে পথ প্রদর্শক বা হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তির জন্য বাস, ট্রেন, বিমান ও জলযানে অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ করা যাবে না।

(গ) জাতীয় ট্রাফিক কোডে প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ ভ্রমণের জ্য বিশেষ আইন প্রণয়ন ও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(ঘ) যে সকল যানবাহনে অথবা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীরা যাতায়াত করেন তাদের ক্ষেত্রে সড়ক কর, কাষ্টম কর, ভ্যাট প্রভৃতি জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশক্রমে রহিত করা হবে।

(ঙ) প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত যানবাহন চালাতে সক্ষম প্রতিবন্ধীদের লাইসেন্স প্রাপ্তির অধিকার এবং সুযোগ থাকবে।

১১। তথ্য ঃ

সমতা আইন ও অংশগ্রহণের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জনগণের নিকট তথ্য সরবরাহ প্রয়োজনীয়। প্রতিবন্ধীদের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য সরবরাহ তাদের জীবন-যাপন ও সমাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখবে। এ জন্য -

(ক) প্রতিবন্ধীত্ব বিষয়ক প্রচারে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কার্যক্রম হাতে নিবে।

(খ) প্রতিবন্ধীদের (বিশেষ করে শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধী) জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানমালা বাংলাদেশ টেলিভিশন ও জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারিত হবে।

১২। চিত্ত বিনোদন ঃ

সকলের কল্যাণ ও উপভোগের নিমিত্তে বিদ্যমান জন বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধায় উম্মুক্ত সুবিধা গ্রহণ করা থেকে প্রতিবন্ধীদের বঞ্চিত রাখা যাবে না। এ জন্য -

(ক) প্রতিবন্ধীদে জন্য সকল প্রকার খেলাধুলাসহ অন্যান্য বিনোদনমূলক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অবাধ করা হবে।

(খ) প্রতিবন্ধীদে জন্য জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা গঠন করা হবে এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধীদের খেলাধুলার আয়োজন করবে।

(গ) সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত স্থানে তথ্য ও রিসোর্স কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত পুস্তক, পুস্তিকা, পত্রিকা ও অন্যান্য শিক্ষামূলক উপকরণাদি গবেষণা ও জনশক্তি উন্নয়নের জন্য সহজলভ্য করা হবে।

(ঘ) ব্রেইল পদ্ধতির পুস্তক প্রণয়ন ও রেকর্ডকৃত ক্যাসেট বাংলা একাডেমী কর্তৃক রিসোর্স কেন্দ্রে সরবরাহ করা হবে।

(ঙ) বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য সাংকেতিক ভাষায় বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হবে।

(চ) সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিভাবান প্রতিবন্ধীদের দ্বারা অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করবে।

(ছ) তথ্য মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধীদের জন্য রেডিও, টেলিভিশনসহ গণমাধ্যমসমূহ (উপগ্রহ প্রচার কেন্দ্র) প্রত্যহ বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩। প্রতিবন্ধীর জন্য ও প্রতিবন্ধীদে দ্বারা আন্দোলন ঃ

(ক) নেতৃত্বের গুণাবলী ও স্বনির্ভর কর্মসূচীর উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

(খ) আত্ম-সচেতন কর্মসূচী সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন কর্তৃক গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে যা প্রতিবন্ধীদের শোষণ, বৈষম্য ও হীনমন্যতা দূর করবে।

১৪। বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় সাধন ঃ

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব প্রতিবন্ধীদের জাতীয় সমন্বয় কমিটির উপর অর্পিত থাকবে। এই কমিটি নীতিমালা অনুযায়ী উপ-কমিটিসমূহকে যেমন- স্বাস্থ্য সেবা, কর্মসংস্থান, মুক্তচলাচল, তথ্য, জেলা সমন্বয় জাতীয় পুরস্কার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করবে।

(ক) সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন পরিচালক (প্রতিবন্ধী) পদ সৃষ্টি করা হবে। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও প্রতিবন্ধী রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে।

বাঃসঃমুঃ-২০০৪/০৫-৪১৩২কম(বি)-৫০০ বই, ২০০৫